তারিখঃ ০৭/০৪/২০১৬ইং

বরাবর
মাননীয় চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সেগুন বাগিচা
ঢাকা।

বিষয়: চট্টগ্রাম কর আইনজীবী সমিতি কর্তৃক প্রাক-বাজেট ২০১৬ প্রস্তাবনা ।

১. ব্যক্তি শ্রেনীর করদাতাদের ক্ষেত্রে দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতি ও সর্বক্ষেত্রে জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারনে করমুক্ত আয়ের বর্তমান সীমা ২,৫০,০০০.০০ এর স্থলে ৩,০০,০০০.০০ টাকা, অনুরূপভাবে মহিলা, ৬৫ বছর উর্দ্ধে পুরুষ ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৩,০০,০০০/- টাকা ও ৩,৭৫,০০০/- টাকার স্থলে ৩,৫০,০০০/- টাকা ও ৪,০০,০০০/- টাকা, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের গেজেটভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে ৪,২৫,০০০/- টাকার স্থলে ৪,৫০,০০০/- টাকায় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি।

২. আয়কর আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ণ ৮২বিবি(৩) ধারায় অডিট করার বিধান রয়েছে। কিন্তু ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ণ অডিটের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা বা রূপরেখা অদ্যাবধি প্রনয়ন করা হয়নি। প্রতি বছর রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালা প্রনয়ন এবং প্রয়োগের ফলে করদাতাগণ এক্ষেত্রে হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছেন। এই ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ণ অডিটের আওতায় আনা এবং অডিটের জন্য নির্বাচিত মামলা নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে কর পরিদর্শক, কর নির্ধারনী কর্মকর্তা, পরিদর্শী যুগ্ম কর কমিশনার/অতিরিক্ত কর কমিশনার এবং সর্বপরি কর কমিশনার পর্যন্ত মৌখিক আদেশের বলে অডিট মামলাগুলো অনুমোদনের বিধান চালু রয়েছে। এতে করদাতাগণ চরম ভোগান্তির সম্মুখিন হচ্ছেন। অন্যদিকে করদাতাগণ আর্থিক, কায়িক, মানসিক নানাবিধ নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন, যার ফলে করদাতাগণ ক্রমশ: কর প্রদানে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। এবং কর মামলা নিস্পত্তিতে যথেষ্ঠ সময় ক্ষেপন হচ্ছে। তাই কর মামলা তড়িৎ নিষ্পন্ন ও কর আদায় তরান্বিত করার লক্ষে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে মামলা নিস্পত্তির বিধান চালু করার প্রস্তাব করছি। এবং ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত রিটর্নি Disposal এর সময়সীমা সংক্রান্ত ধারা ৯৪ এর উপধারা এ বাতিল করে পূর্বে বাতিলকৃত উপধারা বি প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি। এবং ৮২বিবি ধারার উপধারা ৫ সংশোধন করে মূলধন স্থানান্তরের ব্যাপারে ৫ বৎসরের পরিবর্তে ১ বৎসর করার প্রস্তাব করছি। সরকারের কর আদায়ের স্বার্থে এ বিধান ঢেলে সাজানো অতীব প্রয়োজন। এছাড়া আরো লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, একই বৎসরের আয়কর মামলা ৮২বিবি(৩)

ধারার অডিট, পরবর্তী পর্যায়ে যুগ্ম কর কমিশনার দ্বারা নিবীড় পরিবীক্ষন এবং ঢাকা থেকে আগত ডিজি ইন্সপেকশন দ্বারা পুনরায় অডিট, এ ছাড়া অডিট কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ব্যাংক চার্স করানোর নামে এক বৎসরের পরিবর্তে পূর্বের ৫ বছরের ব্যাংক হিসাব তলব ইত্যাদির মাধ্যমে কর নির্ধারন করার ফলে করদাতাগণ হয়রানীর সম্মুখিন হচ্ছেন। এতে করদাতাগণ কর বিভাগের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছেন। তাই একই বৎসরের কর নির্ধারনী পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার নিরীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ থেকে বিরত রাখার প্রস্তাব করছি। এবং একটি বৎসরের কর নির্ধারনী কার্যক্রমকে একটি কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব করছি। এতে করে কর প্রদানকারী করদাতা স্বস্থি পাবেন এবং কর বিভাগের প্রতি আস্থাভাজন হবেন।

৩. আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ণ অডিটের ক্ষেত্রে ২০% আয় বৃদ্ধি করলে পূর্বের ন্যায় সংশ্লিষ্ট বৎসরে আয়কর রিটার্ণ নিঃশর্তভাবে অডিটের আওতা বহির্ভূত রাখার প্রস্তাব করছি। তবে শুধুমাত্র ঘরভাড়া আয়কারী করদাতার ক্ষেত্রে ১০% বৃদ্ধি রাখার প্রস্তাব করছি। এতে করে এই ধরনের প্রনোদনার সুফলের সম্ভাবনা বেশী হবে। কারন বাস্তবে প্রতি বছর মাসিক ঘরভাড়া ১০% এর বেশী বৃদ্ধি করা যায় না। ইহার ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে করদাতাদের হয়রানী লাঘব হবে।

৪. নতুন করদাতাদের কর প্রদানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রথম বছরে ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ণ অডিটের আওতামুক্ত রাখার প্রস্তাব করছি। এছাড়া কোন আয়কর নথি একবার অডিট করা হলে নূন্যতম ৩ বৎসর অডিটের আওতা বহির্ভূত রাখার প্রস্তাব করছি। এর জন্য ধারা ৮২বিবি উপধারা(২) এর শর্তসমূহ সংশোধন করতে হবে।

৫. ব্যক্তি শ্রেনীর করদাতাগনের উৎসে কর্তিত করের ভিত্তিতে ৮২সি ধারায় ধারনাগত আয় নিরুপনের কারনে নীট সম্পদ ২,২৫,০০,০০০/- টাকা অতিক্রম করার ফলে আমদানিকারক, কন্ট্রাক্টর ও সরবরাহকারী এই ধরনের করদাতাদের ওপর অনাকাঙ্ক্ষিত সারচার্জ প্রয়োগ করার ফলে অতিরিক্ত করের বোঝা গুনতে হয়। তাই উক্ত ধারনাগত আয় বাদ দিয়ে অন্য আয়ের ফলে নীট সম্পদ ২,২৫,০০,০০০/- টাকা অতিক্রমকারী করদাতাদের ক্ষেত্রে সারচার্জ প্রয়োগের বিধান করার প্রস্তাব করছি।

৬. **১৯বিবিবিবিবি ধারা ঃ**

আবাসিক সমস্যার কথা বিবেচনা করে আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মান/ক্রয়ে অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগের বিবেচনায় নিয়ে আয়তনের উপর নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান সাপেক্ষে বিনিয়োগের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে, এর সাথে অনাবাসিক স্পেস অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি এবং দেশে প্রচলিত অন্যান্য আইনে প্রশ্ন করার বিধান বহাল থাকায় ইহাতে আশানুরুপ উৎসাহিত বোধ করছেন না বলে অনেকেই মনে করেন। তাই উক্ত ধারায় প্রদেয় করের হার যুক্তিসঙ্গত হারে ধার্য্য এবং যে কোন কর বৎসরের বিনিয়োগ প্রদর্শনের বিষয় উল্লেখ থাকলে এবং অন্য কোন আইনে প্রশ্নবিদ্ধ না করার বিধান করলে করদাতাগণ ব্যাপক সাড়া দিবে বলে মনে করি।

তাছাড়া ক্রয় মূল্যের উপর ১০% হারে কর প্রদান সাপেক্ষে অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগ করিলে উৎসের ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবেনা মর্মে বিধান প্রবর্তন করা হলে এতে করদাতাগণ ব্যাপক সাড়া দিবেন বলে বিশ্বাস। তাই যে কোন কর বৎসরে জমি ক্রয়ে বিনিয়োগ সহ উৎপাদনমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করলে আয়ের উৎস সম্পর্কে দেশে প্রচলিত অন্যান্য আইনে প্রশ না করার নিশ্চয়তা দানের বিধান করার প্রস্তাব করছি।

৭. **গাড়ী ক্রয়ে অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগের সুযোগ দান (ধারা ১৯বিবিবি রহিত-২০০৭) ঃ**

অপ্রদর্শিত আয় গাড়ী ক্রয়ে বিনিয়োগ করিলে গাড়ীর সিসি ভেদে যথা ১৫০০ সিসি গাড়ীতে ক্রয় মূল্যের উপর ১৫% এবং ১৫০০ সিসির উর্দ্ধে ক্রয় মূল্যের উপর ১০% হারে কর প্রদান করলে অপ্রদর্শিত আয়ের উৎসের ব্যাখ্যা দিতে হবেনা, যাহা অর্থ অধ্যাদেশ ২০০৭ এ বিলুপ্ত করা হয়। কর বৎসর নির্বিশেষে গাড়ী ক্রয়ে বিনিয়োগ করলে উক্ত ধারা পুনঃ প্রবর্তন করিলে করদাতাগণ ব্যাপক সাড়া দিবে বলে মনে করি। অতএব বিলুপ্তকৃত ধারা ১৯বিবিবি পুনঃ প্রবর্তনের জন্য প্রস্তাব করছি।

৮. ধারা ৩০(এম)ঃ কোম্পানী করদাতার ক্ষেত্রে ব্যবসা বা পেশা আয় থাকলে ৫০,০০০/- টাকার উর্দ্ধে যে কোন অর্থ ক্রস চেক বা ব্যাংকের ট্রান্সফারের মাধ্যমে পরিশোধ না করা হলে এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, মুজুরী ১৫,০০০/- টাকা বা তার অধিক হলে তা ক্রস চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পরিশোধ করা না হলে তা আয় হিসাবে গন্য করা অগণতান্ত্রিক ও অবাস্তব এবং হয়রানীমূলক বিধান বিধায় ইহা রহিত করার প্রস্তাব করছি।

৯. আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫৩ই ধারায় কমিশন, ডিসকাউন্ট অথবা ফি প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত আয়কর কে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৮২সি ধারায় চুড়ান্ত করদায় হিসাবে গন্য করার প্রস্তাব করছি।

১০. তৈরী পোষাক এবং নীটওয়্যার উৎপাদনে নিয়োজিত রপ্তানী শিল্প দেশে অন্যতম বৈদেশিক আয়ের উৎস। সুতরাং তৈরী পোষাক এবং নীটওয়্যার উৎপাদনে নিয়োজিত কোম্পানী কর্তৃক রপ্তানী উৎসে কর্তিত আয়করকে পূর্বের ন্যায় ধারনাগত করহার ১০% বিবেচনা করতঃ ৮২সি ধারায় চুড়ান্ত করদায় হিসেবে গন্য করার প্রস্তাব করছি।

১১. ধারা ১৬সিসিসি অনুসারে Minimum Tax আরোপের বিধান বাতিলের প্রস্তাব করছি। কোম্পানী বা অংশীদারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রক্ষিত হিসাব নিকাশ অনুসারে লাভ/ক্ষতির ওপর নির্দিষ্ট কর হার অনুসারে কর প্রদান করে থাকে। আবার অন্য দিকে লাভ হোক বা নাই হোক প্রতি বৎসর মোট প্রাপ্তির ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে Minimum Tax জমা দেওয়াটা আয়কর নির্ধারনের মূল আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে অগনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কর আদায় না করে মূল আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আয়কর আইনে Minimum Tax আরোপের বিধান বাতিল করার প্রস্তাব করছি।

১২। Societies Registration Act 1960 এর ধারা (XXI of 1960) অনুসারে Taxes Bar Association এর Fixed Deposit A/c এবং Savings A/c এর ওপর অর্জিত আয়কে অন্যান্য Professional Body এর ন্যায় আয়কর মুক্ত রাখার প্রস্তাব করছি। ও ধারা ৫৩এফ অনুসারে উৎস কর কর্তন হইতে অব্যাহতি দেওয়ার প্রস্তাব করছি।

১৩. ধারা ১৫৩ এর উপধারা ৩ এর সংশোধন করে পূর্বের ন্যায় আনায়ন করতে হবে। অর্থাৎ উপকর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে প্রথম আপীল করার সময় পূর্বের ন্যায় রিটার্নের ভিত্তিতে যে কর আসে তাহা আপীল দাখিলের পূর্বে পরিশোধের বিধান পুন: প্রবর্তন করার প্রস্াব করছি। এতে কওে করদাতারা গনতান্ত্রিক অধিকার ফেরত পাবে।

১৪. ঘরভাড়া আয় ব্যাংকে জমা সংক্রান্ ধারা ৩৫ ও বিধি ৮এ বাতিল করার প্রস্াব করছি। কারন বাস্বে ইহার পরিপালনে খুবই বিঘ্ন সৃস্টি হচ্ছে। সমাজে মাসিক মোট ২৫,০০০/- টাকা ভাড়া আয় করদাতাদের অনেকেরই রয়েছে। কিন্তু অল্প অল্প হারের ভাড়া কালেকশান করে পুনরায় ব্যাংকে জমা করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাড়িয়েছে। বাস্বে দেখা গেছে অনেকের ব্যাংক একাউন্ট নাই। আবার যাদের রয়েছে ব্যাংকে জমা দেওয়া আবার ব্যাংক থেকে উঠিয়ে এনে দৈনন্দিন খরচ মেটানো একটি ঝামেলাপূর্ন কাজ হয়ে দাড়িয়েছে। বিশেষকরে Retired ও অসুস্থ বাড়ির মালিকদের জন্য Care taker এর মাধ্যমে ব্যাংকে জমা দেওয়া ও ব্যাংক থেকে উঠানো ২টি কাজই ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে আয়কর আইনে ঘরভাড়া আয় ব্যাংকে জমা দিলে জমাকৃত ঘরভাড়া আয় ট্যাক্স নির্ধারনের জন্য মেনে নেওয়া হবে এ ধরনের ও স্পষ্ট কিছু নাই। তাই এই ধারাটি পুর্নবিবেচনার প্রয়োজন। এবং জরিমানার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

১৫. ব্যবসা বা পেশা আয় রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অফিস ভাড়া প্রদানের থেকে ক্রস চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যর্থতার ব্যাপারে আয়কর আইনের ধারা ৩০এ উপধারা এন এর প্রয়োগ বাতিল করার প্রস্াব করছি । বাস্বে দেখা যায় কর্পোরেট হাউজগুলো ছাড়া ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, অংশীদারী মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এমনকি অনেক প্রাইভেট লিঃ কোং এর ও ব্যাংক একাউন্ট নাই। অন্যদিকে অনেক অফিস বিল্ডিং এর মালিক এর ও ব্যাংক একাউন্ট নাই। তাই সার্বিক বিবেচনায় এই উপধারাটি বাতিল করে করদাতাদের অনাহুত জরিমানার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

১৬. ধারা ১৯ এর উপধারা ২১ সংশোধন করার প্রস্াব করছি। বর্তমানে ক্রস চেকের মাধ্যম ছাড়া ব্যক্তিগত ঋন নেওয়ার Limit ৫,০০,০০০/- টাকার বিধান রয়েছে। বাস্ব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ইহার লিমিট ৫,০০,০০০/- এর পরিবর্তে ১০,০০,০০০/- টাকায় উন্নিত করার প্রস্াব করছি।

১৭. ধারা ৫৩ উপধারা এফ' অনুসারে ব্যাংক সুদের আয়ের ওপর ক্ষেত্র বিশেষে ১০% ও ১৫% উৎস কর কর্তন করা হয় এবং যাহা অগ্রিম কর হিসাবে বিবেচিত হয়। এতে করদাতা শ্রেনীভেদে এই ধরনের আয়ের উপর কর নির্ধারনের সময় অতিরিক্ত আরো ২০% হইতে ২৫% কর দিতে হয়। এতে করে করদাতারা সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ না হয়ে অন্যভাবে টাকা সঞ্চিত করছে। তাই করদাতাদেরকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যাংকে সঞ্চিত টাকার সুদ বা মুনাফার উপর উৎসে কর্তনকৃত করকে ৮২সি ধারায় চুড়ান্ত করদায় হিসাবে নিষ্পত্তি করার প্রস্তাব করছি।

১৮. নূতন e-TIN সংগ্রহকালে ন্যুনতম করের সমতা রক্ষার্থে স্থান বিশেষে ৫০০০/-, ৪০০০/- ও ৩০০০/- টাকা অগ্রিম করের বিধান রাখার প্রস্তাব করছি।

১৯. ধারা ১২৪ এর উপধারা ১ এর (২) এর সংশোধনের প্রস্তাব করছি। করদাতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিটার্ন জমা না দিলে জরিমানা করার বিধান রয়েছে। করদাতার সর্বশেষ নিরুপিত আয়করের ৫০% বা ১০০০/- টাকা যাহা বেশী এ ধরনের বিধান রয়েছে। বাস্তবে ইহা একটু বেশী হচ্ছে। তাই ১০% করার প্রস্তাব করছি।

২০. ধারা ৩০ এর উপধারা এএ এর আংশিক সংশোধন করার প্রস্তাব করছি। ব্যবসায়িক কোন খরচের ওপর Vat প্রদান করা না থাকলে আয়কর আইনে সেই ধরনের খরচগুলো অনুমোদনযোগ্য হবে না। অর্থাৎ Vat না দেওয়ার কারনে আয়কর আইনে জরিমানা দিতে হবে। ইহা অযৌক্তিক। Vat আইনে Defulter হলে সেটা Vat authority দেখবে এবং সেই অনুসারে Vat authority ব্যবস্থা নেবে । তাই এক ধরনের অপরাধের জন্য দুই authority শাস্তি না দিয়ে এক authority কে শাস্তি দেওয়ার বিধান রাখার প্রস্তাব করছি। ও ধারা ৩০ এর উপধারা এএ এর আংশিক বাতিলের প্রস্তাব করছি।

২১. Sixth Schedule এর Part B Section-44(2) এর দফা ii এর DPS এ বিনিয়োগ সুবিধা ৬০,০০০/- এর পরিবর্তে ১,২০,০০০/- এ উন্নিত করা ও Individual এর সাথে পরিবারের স্ত্রী-সন্তানদের যোগ করনের প্রস্তাব করছি।

২২. ২০০৯ সালের ন্যায় নূতন শিল্পের শেয়ারে বিনিয়োগের ওপর ১০% হারে শর্তসাপেক্ষে কর সুবিধা দেওয়ার জন্য পূর্বের বাতিলকৃত ধারা ১৯এ পুনঃ প্রবর্তনের প্রস্াব করছি।

২৩. অর্থ আইন ২০১৫ অনুসারে প্রতিটি লিমিটেড কোম্পানীর আয় বৎসর সমাপ্তি হবে বাজেট বৎসর অনুসারে। অর্থাৎ শুরু ১লা জুলাই এবং শেষ দিন হবে ৩০শে জুন। এবং শুধুমাত্র ইন্স্যুরেন্স ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর হিসাব রক্ষনের নিয়ম হবে পূর্বের ন্যায় Calendar year. বাস্বে এই পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তাই বাস্বতার আলোকে ধারা ২ এর উপধারা (৩৫) পরিবর্তন করে পূর্বের ন্যায় Joint Stock Co. তে Registration তারিখ অনুসারে পূর্বের ন্যায় রাখার প্রস্াব করছি। অর্থ আইন ২০১৫ তে এই ধরনের হিসাব রাখার year ending তারিখ ৩০শে জুন বেধে দেওয়াটি ঠিক হয়নি। নূতন পদ্ধতিটি নূতনভাবে নিবন্ধনকৃত কোম্পানীর জন্য হতে পারে। পূর্বে নিবন্ধনকৃত কোম্পানীর জন্য নয়।

২৪. ২০০৯ সালের ন্যায় extention of existing Industry তে শেয়ারে বিনিয়োগের সুবিধা ধারা ১৯এএ পুনঃ প্রবর্তনের প্রস্াব করছি।

২৫. আয়কর আপীল ও আপীলাত ট্রাইবুনালকে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাস্করণ ও আপীলাত ট্রাইবুনালে সিনিয়র আয়কর আইনজীবী হইতে সদস্য নিয়োগের যে বিধান রয়েছে তা বাস্বায়ন এবং আপীলাত ট্রাইবুনালে বিচার বিভাগীয় সদস্য নিয়োগের যে বিধান রয়েছে তা বাস্বায়নের প্রস্াব করছি।

২৬. আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ১৭৪ এর উপ-ধারা ২ এর ক্লজ এ এবং বি এ বর্ণিত ব্যক্তিগণকে আয়কর মামলায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দানের ফলে অবাঞ্চিত ব্যক্তিগণ কর মামলায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়। এতে আইনানুগভাবে আইনের প্রতিফলন না ঘটিয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিরা মধ্যস্থতাকারী হিসাবে মামলা নিষ্পত্তিতে প্রভাব বিস্ার করে। তাই মামলার কার্যক্রম তথা কর দাবী আদায়সহ যাবতীয় কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটছে এবং সরকার সঠিক রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অতএব আয়কর অধ্যাদেশের ১৭৪ ধারার উপ-ধারা ২ এর ক্লজ এ ও বি বাতিলের প্রস্াব করছি।

২৭. সুনির্দিষ্ট আইন থাকা সত্বেও ট্রাইবুনালে বিচার বিভাগীয় সদস্য/এডভোকেট/আয়কর উপদেষ্টা/চাটার্ড একাউনটেন্ট/ কষ্ট ম্যানেজমেন্ট একাউনটেন্ট হইতে অদ্যবধি কোন সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়নি। যাহা অত্যান্ত দৃঃখজনক সুতরাং আসন্ন বাজেটে নিয়োগ দানের বিধান প্রবর্তনের প্রস্তাব করছি।

২৮. ব্যক্তি শ্রেনীর করদাতাদের বাৎসরিক আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় ৩০শে সেপ্টেম্বর এর পরিবর্তে ৩০শে নভেম্বর করার প্রস্তাব করছি। বাস্তব পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রয়োজনীয় document ও NBR হইতে Finance Act ওপর ব্যাখ্যা পাইতে সময় লেগে যায়। তাই প্রয়োজনায় সংশোধন এনে ৩০শে সেপ্টেম্বর এর পরিবর্তে ৩০শে নভেম্বর করার প্রস্তাব করছি।

২৯. আয়কর আইনে নিষ্পত্তিকৃত মামলা পুনঃ উম্মোচনকরার বিধান ৯৩ ধারায় রয়েছে। অর্থাৎ নিষ্পত্তিকৃত মামলা অতীতের ৬ বৎসরকে পুনঃ উম্মোচন করতে পারবে। ইহা করদাতাদের মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। তাই আইনের সুশাসনের নিমিত্তে ইহাকে সংশোধন করে ৬ বৎসরের পরিবর্তে ২ বৎসর করার প্রস্তাব করছি।

(কে,এম, জয়নাল আবেদিন)
সভাপতি
চট্টগ্রাম কর আইনজীবী সমিতি।